দৈনিক খবর

তারিখ ... 17 JUL 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 6 ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

026

নোট বই নিষিদ্ধঃ তবুও বেচাকেনা হয়——

।। সাহেদ হোসেন চৌধুরী ।।

সরকারী আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও দেশের বইয়ের দোকানগুলোতে নিষিদ্ধ নোট বই বিক্রি করা হচ্ছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত এসব নোট বই অসংখ্য ভুলে ভরা, দামে বেশী, অস্পষ্টভাবে ছাপানো এবং নিতান্তই নিম্নমানের।

১৯৮০ সালের ২৪শে মার্চ দেশের ২য় জাতীয় সংসদে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই প্রকাশ করা ও বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে একটি বিল পাস করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত ও ব্যাপকভাবে বিন্যস্ত করার লক্ষ্যে এই বিল পাস করা হয়েছিল।

কিন্তু সেই আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে বর্তমানে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী চুটিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট বইয়ের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব ব্যবসায়ী সংখ্যায় অনেক। প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে নোট বইয়ের পাতায় যেসব ব্যক্তির নাম ঠিকানা লেখা থাকে, সেটা সম্পূর্ণ ভুয়া। ধরা পড়ার ভয়ে এসব ব্যবসায়ী তাদের আসল ঠিকানা নোট

৭-এর পাতায় দেখুন

নোট বই নিষিদ্ধ, তবুও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বইয়ে উল্লেখ করে না।

আমাদের দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। যার কারণে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি সঠিকভাবে দৃষ্টি দেয়া শিক্ষকদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অপরদিকে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকরা গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের। ঘরে আলাদা ব্যবস্থায় গৃহশিক্ষক রেখে এসব অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারেন না। ফলে তাদের এক রকম বাধ্য হয়েই ভুলে ভরা নোট বই কিনতে হচ্ছে।

প্রচলিত আইনকে অমান্য করে নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট বই বিক্রি করা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মহাসচিব মোঃ আবু তাহের জানিয়েছেন, যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নোট বই নিষিদ্ধকরণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেই আইন বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে।

তিনি বলেন, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি অনেক আগে থেকেই এ ব্যাপারে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। কেননা, সমিতির সদস্যরা মনে করেন, কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও মনন ক্ষতিগ্রস্ত করার অধিকার কারো নেই। তিনি জানান, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভাল নোট বই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়ার পক্ষপাতি। এ ব্যাপারে সমিতির কর্মকর্তারা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেচলছে।

একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার চৌমুহনীই হচ্ছে নিষিদ্ধ বই সরবরাহ করার প্রধান কেন্দ্র। চৌমুহনীতে নোট বই গোপনে ছাপানো হয়ে থাকে। এখানকার নামকরা বেশ কয়েকটি বইয়ের দোকানের বিরুদ্ধে নোট বই ছাপিয়ে বিক্রি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব বই দোকানগুলোর মধ্যে পুঁথিঘর, আল-আমিন লাইব্রেরী, মিনার প্রকাশনী ও রেখা প্রকাশনী অন্যতম। তবে এ ব্যাপারে অন্য রকম বক্তব্যও পাওয়া গেছে। অধিক মুনাফার আশায় অনেক অসাধু বই ব্যবসায়ী এসব প্রতিষ্ঠানের নামে বই ছাপিয়ে ফায়দা লুটে। তখন বেকায়দায় পড়ে নামকরা বইয়ের দোকানগুলোর মালিকেরা।

মোট কথা হল প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ নোট বই ছাপানো ও বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হচ্ছে না। দেশের সর্বত্র বইয়ের দোকানগুলোত নোট বই বিক্রি করা হলেও আজ অবধি তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি।

জেলা শহরের অনেক বইয়ের দোকানের মালিকেরা ছাত্র-অভিভাবকদের মূল বইয়ের সাথে নিষিদ্ধ নোট বই কিনতে বাধ্য করে থাকে। এসব নোট বইয়ের মূল্যের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বেশী দামে বিক্রি করা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

অপর একটি নির্ভরযোগ্য অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, নোট বই ছাপিয়ে বাজারে সেটা বিক্রি করার জন্য একটি বিশেষ মহলকে ব্যবসায়ীরা একটা বিরাট অংকের মাসহারা দেয়। এই কারণেই কোন প্রকার ঝামেলা পোহাতে হয় না ব্যবসায়ীদের।

এদিকে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কর্মকর্তারা ১৯৮৮ সালের ২২শে মে রাষ্ট্রপতির সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে নোট বইয়ের আইন অমান্য করা এবং এই অবস্থা কিভাবে রোধ করা যায়- এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছিলেন। ঐ সাক্ষাৎকারের সময় রাষ্ট্রপতিকে নমুনাস্বরূপ ভুলে ভরা ১০টি নিষিদ্ধ নোট বই দেখানো হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সমিতির কর্মকর্তাদের আশ্বাস পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালের ১২ই জুন রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সমিতির কর্মকর্তারা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী নোট বইয়ের বদলে বিকল্প হিসেবে গাইড বই প্রকাশের পক্ষে সম্মতি দিয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশও দেন। পরে ঐ কমিটির সদস্যদের মতামত নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবিত গাইড বইয়ের গাইড লাইন প্রণয়ন করে সেটা অনুমোদনের জন্য চলতি বছরের মার্চ মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির একটি সূত্র জানিয়েছে যে গাইড বই প্রণয়ন করা হলে নোট বইয়ের দৌরাত্ম্য কমে যাবে। অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীরা।